PRINT

সমকাল

শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অচল কুষ্টিয়া পলিটেকনিক

১৭ ঘণ্টা আগে

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

নিয়োগবিধি অনুযায়ী এক শিফট ক্লাস নেওয়ার কথা শিক্ষকদের, কিন্তু নিতে হচ্ছে দুই শিফটের ক্লাস। তবে এই দ্বিগুণ কাজের পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না ঠিকমতো। এ কারণে দ্বিতীয় শিফটের ক্লাস নেওয়া বন্ধ রেখে আন্দোলনে নেমেছেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা। এতে প্রথম শিফটের ক্লাসও বন্ধ হওয়ার পথে।

জানা যায়, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট চালু করা হলেও এর জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়নি বাড়তি শিক্ষক-কর্মচারী। প্রথম শিফটের ক্লাস নেওয়া শিক্ষকরাই দ্বিতীয় শিফট চালাচ্ছেন। বাড়তি ক্লাসের জন্য তাদের ২০১৫ সালের স্কেল অনুযায়ী মূল বেতনের ৫০ শতাংশ দেওয়া হতো; কিন্তু কয়েক মাস আগে পরিপত্র জারি করে ২০০৯ সালের স্কেল অনুযায়ী মূল বেতনের ৫০ শতাংশ দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে দ্বিতীয় শিফটের ক্লাস বন্ধ রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকরা।

ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ইয়াকুব আলী বলেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফট ক্লাস নেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক রয়েছেন। অথচ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এক শিফটের শিক্ষক দিয়ে দুই শিফটের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত একটানা ক্লাস নিতে হয়। অথচ এ শ্রমের ন্যায্যমূল্য দেওয়া হচ্ছে না। আরেক শিক্ষক সেলিম রেজা জানান, দ্বিতীয় শিফটের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলে তাদের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বেতন দিতে হবে। অথচ একই কাজ করে আমরা শুধু ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের মূল বেতনের ৫০ শতাংশ চাইছি।

এদিকে মাসের পর মাস ক্লাস বন্ধ থাকায় এবার আন্দোলনে নেমেছেন দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষার্থীরা। ক্লাস ছেড়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রথম শিফটের শিক্ষার্থীরা। এতে অচল হয়ে পড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষার্থী শারমিন আক্তার বলেন, ১৩ মাস ধরে আমাদের ক্লাস হয় না। তার প্রশ্ন- ক্লাস যদি না-ই নেওয়া হবে তাহলে তাদের

ভর্তি করা হলো কেন। একই শিফটের শিক্ষার্থী হাসান শাহরিয়ার বলেন, ক্লাস না হওয়ায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। প্রথম শিফটের শিক্ষার্থী হাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষকরা আমাদের ক্লাস নিলেও আমরা গত রোববার থেকে ক্লাস করছি না। কারণ একই সঙ্গে ভর্তি হয়ে আমাদের কিছু সহপাঠী ক্লাস করতে পারবে না, অথচ আমাদের ক্লাস চলবে, এটা হতে পারে না।

কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন বলেন, শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক। তবে শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রাখতে হবে। আশা করি, সরকার বিষয়টি দ্রুত সুরাহা করবে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com